

অলম্ভার বিকঙ্কে লড়াই

মাহমুদ বিন নূর

অলসতার বিরুদ্ধে লড়াই

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০২৪

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২২০/- টাকা

Alosotar Biruddhe Lorai

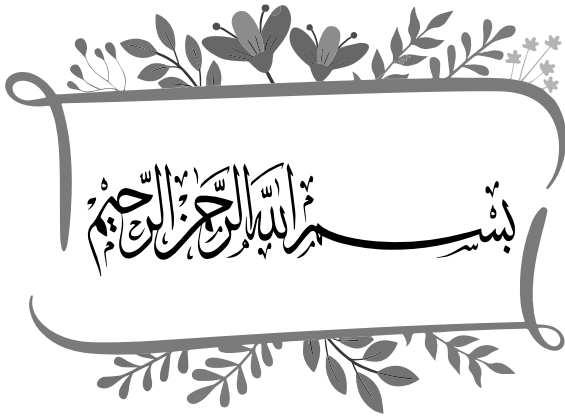
Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়্যাহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।



অর্পণ

জুলাই বিপ্লবে শহীদ হওয়া সে-সকল ভাইদেরকে—যারা দেশের স্বার্থে, আমাদের স্বার্থে, লড়ে গেছেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শহীদি মর্যাদা দান করুন; জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।



বিস্তারিত সূচি

লেখকের কথা..... ৯

প্রথম অধ্যায়

অলসতার পরিচয়	১২
অলসতার প্রকারভেদ	১৩
অলসতার আলামত.....	১৭
অলসতার কতক উদাহরণ.....	২৫
অলসতার কারণ	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিতরাত ও অলসতা	৩৮
তাকদির ও অলসতা	৪০
গোঁড়ামি ও অলসতা	৪২
অলসতা জীবনের শত্রু	৪৩
অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আস্তানা	৪৫
ইসলামেও অলসতার কোনো স্থান নেই	৪৮
উদ্দীপনার পিছনেই অলসতা লুকায়িত	৫২
অলসতা ও মনোযোগের ঘাটতি	৫৫
পড়ালেখায় মন বসানো	৫৯
অলসতার কাছে হেরে যেও না.....	৬৩
কল্যাণ লাভ করতে হলে	৬৬
আলোর সন্ধানে.....	৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখুন	৭০
কর্মের ফলাফল নিয়ে ভাবুন.....	৭২
অলসতার কারণেও অন্তর কঠিন হয়	৭৪
অলসতা ও সময়ের গুরুত্ব	৭৬
সোশ্যাল এক্টিভিটি	৭৯

অলস সময়েও মানুষ কিছু একটা করে	৮১
অলসতাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন, নাকি শত্রু হিসেবে? ৮৩	৮৩
বিলাসিতা, অলসতার বন্ধু	৮৪
ফরজ গোসলে বিলম্ব করা	৮৭
অলসতা ও জুমআর নামাজ	৮৮
অলসতা হলো মুনাফিকি গুণ	৯০
নবীজি ﷺ-এর পানাহ চাওয়া	৯২
অলসতার ক্ষতি	৯৩
টিকটক, ফেসবুক, গেমিং	৯৫
কিছু কখন	৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

নিজেকে গুছিয়ে নিন	১০২
চিকিৎসা ও পরিত্রাণ	১০৬
জোরজবরদস্তি করণ	১১৫
ভ্রমণ করণ	১১৮
ইসতেগফার, অলসতার মেডিসিন	১২০
অজুহাত দেখাবেন না	১২২
হাই-কে দমন করে রাখবেন	১২৪
সঙ্গ পরিবর্তন করণ	১২৬
কম করে খান	১২৮
নবীজির (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করণ	১৩০
কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা	১৩২
দুআ	১৩৫
পাঠকের মন্তব্য	১৩৮



লেখকের কথা

“অলসতার বিরুদ্ধে লড়াই”—নামটা শোনা মাত্রই হয়তো বুঝে গেছেন, বইয়ের বিষয়বস্তু কী! আলাদা করে বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে বলার কিছু নেই। বলতে গেলে বলতে হবে, অলসতা নিয়ে। কারণ, অলসতা এমনই এক গুণ—যা আমাদেরকে অকর্মণ্য করে তুলে, আমাদের কর্মবিমুখ রাখে; আমাদেরকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

অলসতা এমন এক শব্দ—যা আমাদের কাজের গতি কমিয়ে দেয়, সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়; অলসতা আমাদের সাময়িক সুখের নামে চিরস্থায়ী ক্ষতির আবাসস্থল নির্মাণ করে।

অলসতা সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর। আলসেমি বা অকর্মণ্যতা—নিজের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য অবক্ষয় ডেকে আনে। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনে—উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অলসতা আমাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনাকে এমনভাবে খেয়ে নেয়, যেভাবে মরীচিকা খেয়ে নেয় লোহাকে। অলসতা আমাদের মস্তিষ্ককে এমনভাবে চেপে ধরে, যেভাবে তরুলতা ও লতাপাতা চেপে ধরে সদ্য জন্ম নেয়া আমের মুকুলকে।

অলসতা আমাদের শত্রু, অলসতা আমাদের জীবনের শত্রু। এই অলসতার কারণেই আজ আমরা ব্যর্থতার সাথে নিজের জীবনকে জুড়ে নিয়েছি। হতাশা ও বিষন্নতার সাথে সম্পর্ক গড়েছি। এই অলসতার কারণেই শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করেছি। এই অলসতার কারণেই রবের কারিম থেকে দূরে সরে গেছি।

এই অলসতা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত—উভয়টাই ধ্বংস করে দেয়। অলসতার কারণে পড়ালেখায় মন বসে না, কাজকর্মে মন বসে না, ইবাদতে মন টানে না; ফলে সবকিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হই। ব্যর্থ হই সুন্দর জীবন গঠনে, ব্যর্থ হই সমাজ বিনির্মাণে।

অলসতা আমাদের জীবনের শত্রু—এ কথা মাথায় রেখেই আমাদের এবারের আয়োজন। চলছে লড়াই সিরিজ। ধারাবাহিকভাবে একের পর এক স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর উপর একেকটি সিকোয়েন্স বের হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এবারের সিকোয়েন্স—‘অলসতার বিরুদ্ধে লড়াই’।

এই বইটি থেকে আমরা জানতে পারবো—অলসতা কী, অলসতার পরিচয়, অলসতার ধরণ, অলসতার কারণ ও উদাহরণ। শুধু তাই নয়, অলসতা কীভাবে কাজ করে, কী কী আলামত প্রকাশ করে—এ সকল বিষয় জানতে পারব এই বইটির মাধ্যমে, ইন শা আল্লাহ। এর বাইরে অলসতা দূর করার উপায়, অলসতা থেকে মুক্ত থাকার উপায়—এসব বিষয়ও জানতে পারব এই ছোট্ট পুস্তিকা থেকে।

‘লড়াই সিরিজ’-এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, ইন শা আল্লাহ। যারা ‘লড়াই সিরিজ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড পড়েননি, তারা পড়ে নিবেন। যেহেতু প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র বিষয়ের উপর লেখা, তাই সিরিয়াল মেন্টেন না করলেও চলবে, কোনো সমস্যা নেই। তবে, ধারাবাহিকভাবে পড়লে বেশি ফায়দা হবে, ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে বলি—আমার জন্য দুআ করবেন। আপনাদের এই দুআ, আমার জন্য এক টুকরো ভালোবাসা। সুতরাং, এই আপনার প্রিয় ভাইটিকে দুআ'য় शामिल রাখতে ভুলবেন না।

মা. মাহমুদ বিন নূর

লেখক, গবেষক, সম্পাদক

২৩/১০/২৪ —ইং



প্রথম অধ্যায়





অলসতার পরিচয়

অলসতা কী?

অলসতা বলা হয়, গড়িমসি করা, টিলেমি করা, নিজেকে কর্মবিমুখ রাখা।

ইমাম নববি রহি.-এর মতে অলসতা হলো—কোনো কল্যাণকর কাজে উদ্যমতা কাজ না করা।

আল্লামা তিবি রহি.-এর মতে অলসতা হলো—যে কাজে টিলেমি করা অনুচিত, সেই কাজেই টিলেমি করা। অর্থাৎ, এমন কল্যাণকর বা উপকারী কাজে টিলেমি করা, যা তার সক্ষমতাকে নষ্ট করে।

মোটকথা, অলসতা মানে নিজেকে ক্লাস্তির সাথে মিশে দেয়া। নিজেকে কর্মবিমুখ রাখা।

অলসতা মানে নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যমহীনতা। অলসতা মানে, করব করব বলে নিজের মস্তিষ্ককে প্রবোধ দিয়ে নিজের সক্ষমতাকে অক্ষমতায় পরিণত করা। অলসতা মানে, সাময়িক বিশ্রামের নামে দীর্ঘস্থায়ী এক কর্মবিরতি—যা তাকে কাজটি সম্পাদন করতে বাধা প্রদান করে।

অলসতা কেবলই একটি অনুভূতি মাত্র, যা তাকে কর্মবিমুখ রাখতে প্ররোচিত করে। আরামের নামে নিজের উদ্যমতা নষ্ট করে। সহজ কাজটা কঠিন রূপে হাজির করে। কঠিন কাজটা অসম্ভব বলে ধারণা দিয়ে দেয়। আর এইসব ধারণাই তার যোগ্যতা নষ্ট করে; তার প্রেরণা লুপ্ত করে।

যদি অলসতাকে কয়েক শব্দে প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে বলা হবে— অলস হলো সেই ব্যক্তি, যে শ্রমবিমুখ, কর্মবিমুখ, উৎসাহ নেই, উদ্যমতা নেই, অকর্মণ্য, উদাস, অন্যমনস্ক।



অলসতার প্রকারভেদ

অলসতার অনেক প্রকার। প্রকারভেদে অলসতার ধরণ-ও ভিন্ন ভিন্ন। একেক প্রকার একেকরকম কাজ করে। আসুন অলসতার কিছু প্রকারভেদ সম্বন্ধে জেনে নিই—

১. বিলম্বের অলসতা:

‘এখন নয়, পরে করব। আজ নয়, কাল করব। এ-সপ্তাহে নয়, পরের সপ্তাহে করব। এ-মাসে নয়, পরের মাসে করব। এ-বছর নয়, আগামী বছর করব।’

ঠিক এরকম চিন্তাভাবনার বদৌলতে শতশত পরিকল্পিত কাজ অসম্পাদিত থেকে যায়। করব করব করেও করা হয় না আর। এমনকি, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও থেমে থাকে। শুধু থেমে থাকে তা না; এই কাজগুলো কখনো আলোর মুখও দেখে না। আর এটা হয়ে থাকে অলসতার কারণেই। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু; এ-বছর নয় আগামী বছর—এরকম চিন্তা যখন আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সেঁটে নিই, তখন মনের অজান্তেই অলসতা আমাদের মধ্যে জায়গা করে নেয়। আমাদের মাঝে এতটাই মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করে যে, ওই অলসতা থেকে বের হয়ে কাজটি সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে।

যখন আমরা কোনো একটি কাজ করার পরিকল্পনা করি; সেটা যদি সাথে সাথে বাস্তবায়ন না-করে বলি, ‘আগামীকাল করব’। তখন আগামীকাল আসলে আলস্য মন বলে, ‘আগামী পরশু করব’। আপনি আগামীকালের লক্ষ্য স্থির করবেন, অলস মন পরশু-পরশুতে আপনাকে ধাবিত করবে। ঠিক এভাবেই চলতে থাকবে অলসতার মাঠে কাল-পরশুর খেলা। এক পর্যায়ে এসে মনে হবে, করলাম না যখন, আর করার দরকার নেই। আর এরকম যখন হবে, তখন আমাদের উপর অলসতা নামক এই শত্রুটি বিজয় লাভ করবে। যখন অলসতা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে, তখন আমাদের যাপিত জীবনটা অনেকাংশই এলোমেলো হয়ে যাবে। এতটাই এলোমেলো যে, সহজ কাজগুলো তখন কাঠিন্যের রূপ নিবে।

এটা হলো যাপিত জীবনের বিলম্বের অলসতা। এই বিলম্বের অলসতা যখন আমাদের আমলি জিন্দগিতে প্রবেশ করে, তখন আমাদের ইবাদত বন্দেগী অনিয়মিত হয়ে যায়। আমল কমে যায়, ঈমান দুর্বল হয়ে পরে। ইবাদাতের স্বাদ নষ্ট হতে থাকে।

নামাজ পড়ব পড়ব বলে যখন আলসেমি করি, তখন জামাত ছুটে যায়। জামাত যখন ছুটে যায়, তখন অলসতা আর শয়তানের প্ররোচনায় একেবারে নামাজটাই ছুটে যায়। যখন নামাজ ছুটে যায়, তখন আস্তে আস্তে আমলি জিন্দগিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এই পরিবর্তন আমাদের গোমরাহ করে, আমাদের গোনাহে নিপতিত করে, আমাদের ঈমানকে দুর্বল করে।

এটা হলো ‘বিলম্বের অলসতা’। যেকোনো কাজে যখন কোনো জরুরত ছাড়া বিলম্ব করা হবে, তখন সেখানে অলসতা স্থান পাবে। পরবর্তিতে এই কাজটি তার পক্ষে করা অনেকাংশই কঠিন হয়ে যাবে। বিলম্বের সুযোগ নিয়ে অলসতা তার উপর ভর করবে, তাকে কাবু করে রাখবে। আর এটাকেই বলা হয়, বিলম্বের অলসতা।

২. অতি-ব্যস্ততার অলসতা:

আক্ষরিক অর্থে কেউই ব্যস্ত নয়; ব্যস্ততা কেবলই একটি অজুহাত মাত্র। বুদ্ধিমানরা কখনো ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে তার পরিকল্পিত কাজটা অসম্পন্ন রাখে না। ব্যস্ততাকে তারাই অজুহাত-স্বরূপ গ্রহণ করে, যারা অলসতাকে আপন করে নেয়।

একজন আনপ্রোডাক্টিভ ব্যক্তি যখন অলসতা গ্রহণ করে, তখন নানান সময় বিভিন্ন ব্যস্ততার বুলি আউড়াতে থাকে সে। ফলে, যখন কিছু একটা করার পরিকল্পনা করে, তখন অলস মস্তিষ্ক তার ভাবনাকে অন্যদিকে স্থানান্তর করে। আর এই স্থানান্তরণ তাকে এতটাই অলস বানিয়ে ফেলে যে, সে তখন ভালো কিছু করতেও অক্ষম হয়ে যায়। শুধু তাই নয়; উপকারী ও কল্যাণকর কাজ থেকেও দূরে সরে যায় সে।

এজন্য, কোনো কিছুতে ব্যস্ততা দেখাতে নেই। আদতে ব্যস্ততা কেবলই একটি অজুহাত মাত্র। আপনি যখন কোন কিছু করার পরিকল্পনা করবেন, কোন কিছু করার নির্দেশ পাবেন—তখন তাৎক্ষণিক ফুরসত না-মিললেও, পরবর্তিতে ঠিকই ফুরসত মিলে। তাই, রুটিনে একটু এদিক-সেদিক করলেই, সময় ও ফুরসত দুইটাই বের হবে। তাই ব্যস্ততার অজুহাত না দেখিয়ে একটু

প্রোডাক্টিভ চিন্তা করুন। কাজের রুটিন পরিবর্তন করুন। এক কাজের আগে অন্য কাজ করুন, তবুও ব্যস্ততার অজুহাত দেখাবেন না। অন্যথায়, ব্যস্ততার অজুহাত, অলসতায় পরিণত হবে।

৩. অক্ষমতার ধারণা পোষণ করার অলসতা:

“আমার দ্বারা হবে না, আমি পারবো না।”—এই চিন্তাভাবনাটা একজন সচল মানুষকেও এক নিমিষেই অচল বানিয়ে দেয়। একজন উদ্যোগী মানুষকেও এক মুহূর্তে অলস বানিয়ে দেয়। বলা হয়ে থাকে, কেউ যখন কোনো কিছুতে সক্ষম থাকার পরেও নিজেকে অক্ষম ভাবতে শুরু করে, তখন অলসতা সেখানে বিজয়ী হয়। আর এই বিজয়, একটা মানুষ থেকে তার স্পৃহা ও উদ্যমতা কেড়ে নেয়।

একজন সুস্থ-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ব্যক্তি ও বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো এটা বলে না—আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, আমি এটা পারব না। বরং, শত কঠিন বিষয়গুলিও কীভাবে সহজে মিটমাট করা যায়, কীভাবে কঠিন কাজগুলো সহজেই সমাধা করা যায়—সেই লক্ষ্যে সে চিন্তাভাবনায় বিস্তৃতি ঘটায়। অভিনব কায়দায় তার সমাধান বের করার চেষ্টা করে। অপরদিকে একজন অলস ব্যক্তি, সহজ কাজটাও কঠিন মনে করে। এ ক্ষেত্রে, সহজ বিষয়টাকেও কঠিন হিসেবে ভাবার কারণে তা বাস্তবায়ন করতেও ব্যর্থ হয় সে। আর এই ব্যর্থতা তাকে পরবর্তী অন্য যেকোনো কাজেও নিরুৎসাহিত করে।

সুতরাং, অলসতার আরেকটি প্রকার হচ্ছে, “আমি পারব না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।”

আর যে ব্যক্তি এই ধারণাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে, নিজের মধ্যে এটাকে স্থান দিবে—তার সাথে অলসতার সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় হবে যে, ভবিষ্যতে কিছু করতে অনেক বেগ পোহাতে হবে তার।

৪. বিকল্পের সন্ধানে অলসতা:

অলসতার আরেকটি প্রকার হচ্ছে বিকল্পের সন্ধানে অলসতা। অর্থাৎ, শারীরিক, মানসিক, সর্বাঙ্গীয় নিজেই কর্মবিমুখ রেখে বিকল্প মাধ্যম খোঁজা। যেমন: যখন কোনো কাজের জন্য উত্তম পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে নিজে পরিকল্পনা না-করে, নিজের বুদ্ধি না-খাটিয়ে অন্যের থেকে পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি নিতে চায়।

ঠিক তেমনি, যখন শারীরিক কোনো কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে নিজে না-করে অন্যের মাধ্যমে সেটা করিয়ে নেয়।

যেটা নিজে করা সামর্থ্য আছে, সেটা নিজে না-করে অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে করিয়ে নেয়ার উদাহরণ হচ্ছে—কোনো প্র্যাক্টিকেল খাতা, কোনো এসাইনমেন্ট, ইত্যাদি।

এ-ধরনের অলসতাকে বলা হয়, বিকল্পের মাধ্যম অবলম্বন করে নিজের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাকে অক্ষমতায় পরিণত করা।

যখন দেখবেন, কেউ একজন তার পরিপূর্ণ সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে তা সম্পন্ন করায়—বুঝে নিবেন, সে বিকল্পের সন্ধানে নিজেকে কর্মবিমুখ করে অলসতাকে আপন করে নিয়েছে।

এখানে অলসতার চারটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এই চারটি প্রকারের উল্লেখিত গুণাবলী কারও মধ্যে পাওয়া গেলে বুঝে নিবেন, সে প্রকৃতপক্ষেই অলসতার মায়াজালে আবদ্ধ।

৫. শারীরিক মেহনত এড়িয়ে চলার অলসতা:

অলসতার আরেকটি প্রকার হচ্ছে, শারীরিক মেহনত এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ, শারীরিক মেহনত ভয় পাওয়া। কোনো শারীরিক কাজের কথা শুনলেই ঘাবড়ে যাওয়া, বিপাকে পরে যাওয়া। কারণ, শারীরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক মেহনত করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চায়।

এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা শারীরিক মেহনত করতে চায় না। তারা শুয়ে-বসে কিছু একটা করতে চায়। তারা ভাবে, শারীরিক মেহনত করার নামই সফলতা নয়; শারীরিক মেহনত ছাড়াও সফল হওয়া যায়। এটা যদিও এক দিক থেকে সঠিক, তবে শুরুর জীবনে অবশ্যই আপনাকে শারীরিক মেহনত করতে হবে, শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। আপনি যদি শারীরিক মেহনতের সাথে পরিচিত না থাকেন, তাইলে শারীরিক মেহনতের অবস্থা ও প্রতিদান সম্বন্ধে জানবেন না। আর যখন এই ব্যাপারে অপরিচিত থাকবেন, তখন যেকোনো সময় অলসতা আপনাকে পাকড়াও করবে। মনে রাখবেন, অলসতা শারীরিক মেহনত করে না, এমন মানুষের কাছেই বেশি প্রভাব বিস্তার করে।



অলসতার আলামত

অলসতা দৃশ্যমান। অলসতা কারও দৃষ্টির আড়ালে নয়। অলসতা দেখা যায়, বুঝা যায়, অনুভব করা যায়। অলসতা চিনা ও জানার জন্য অনেকগুলো আলামত রয়েছে। উক্ত আলামতের উপর ভিত্তি করে বলা যায়—কে অলসতার শিকার আর কে অলসতা থেকে মুক্ত। আলামতগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু আলামত এতটাই স্পষ্ট আর অর্থবহ যে, খুদ নিজেই সেই আলামতের সাহায্যে বলতে পারে—‘তারমধ্যে অলসতা আছে নাকি নাই’। আবার কিছু কিছু আলামত অনেকটাই অস্পষ্ট। যার কারণে সে বুঝতে পারে না, তার মধ্যে অলসতা আছে নাকি নাই। এছাড়া, কখনো কখনো কারও মধ্যে অলসতার একাধিক আলামত দৃশ্যমান হয়; আবার কারও মধ্যে একক আলামত প্রকাশ পায়। ফলে, আলামত দিয়ে বুঝা ক্ষেত্রবিশেষ কঠিনও হয়, তবে অসম্ভব নয়।

আলামতের মাধ্যমে অলসতা চেনা যায়, জানা যায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, যার মধ্যে অলসতার আলামতগুলো দৃশ্যমান, সে ব্যক্তি অলসতার চাদরে আবৃত। সুতরাং, অলসতার আলামত কারও মধ্যে প্রকাশ পেলে সেটাই তার জন্য আতঙ্কের বিষয়। আর এই আলামতগুলো ব্যক্তি ও ব্যক্তির কর্মজীবনে বিরাট ক্ষতি বয়ে আনে।

এই আলামতগুলো ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক। ক্ষতিকারক ও বিপদজনকের দিক থেকে আলামতগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন। কিছু আলামত খুব বেশি বিপজ্জনক, আবার কিছু আলামত খুব বেশি বিপজ্জনক নয়।

১. প্রথম আলামত:

ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি অনাগ্রহ। আগ্রহের কমতি। ইবাদত করার প্রাক্কালে ইবাদতটাকে বোঝা মনে করা। ইবাদতে নিজের ইচ্ছে ও প্রেরণার অনুপস্থিতি। ইবাদতে গাফিলতি ও অবহেলা করা।

মানুষের উপর ফরযকৃত ইবাদতগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। নামাজের ক্ষেত্রে অনাগ্রহতা, উদাসীনতা ও গাফিলতি হলো অলসতার আলামত। মুনাফিকদের অলসতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? আমরা তো জানি, মুনাফিকরা প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রেই অলসতা প্রদর্শন করে। কিন্তু এখানে নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ? নামাজের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তার আহমিয়্যাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرْآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

অনুবাদ : নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।^১

অন্য আরেকটি আয়াতে এসেছে—

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ.

অনুবাদ : তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়—তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে

১. সূরা আন-নিসা, আয়াত- ১৪২

অস্বীকার করে। সলাতে আসলে অলসতা নিয়ে আসে। আর দান করলেও করে অনিচ্ছা নিয়ে।^১

এই অলসতার মধ্যে তাহাজ্জুদে না উঠা, নফল নামাজে পাবন্দি না করা, সুন্নত ছেড়ে দেয়াও শামিল। ঠিক তেমনিভাবে, এরকম অলসতার শিকারে পরিণত হওয়া ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত থেকেও দূরে রয়, জিকির-আজকার থেকেও গাফেল থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে তার কাছে কুরআন তেলাওয়াত ও জিকির-আজকার করাটা বোঝা মনে হয়। বোঝা মনে করতে করতে একসময় তা পুরোপুরি ছেড়েই দেয়।

তাই, যখন দেখবেন ইবাদত বন্দেগীতে আগ্রহ কাজ করছে না। মনোযোগ ও প্রবল ইচ্ছেশক্তি জাগ্রত হচ্ছে না। উদাসীনতা ও গাফিলতের মাধ্যমে ইবাদতের সময়টুকু খেল-তামাশায় পার হয়ে যাচ্ছে—বুঝে নিবেন, অলসতা আপনার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। আর এর প্রমাণ হলো, তার আলামত।

২. দ্বিতীয় আলামত:

এর দ্বিতীয় আলামত হলো—‘ব্যক্তির অন্তরে কঠিনভাবে এর প্রভাব বিস্তার করা’। তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া। ফলে কুরআনের বাণী ও ওয়াজ নসিহত কোনোভাবেই তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। পাপের আধিক্যের কারণে তার অন্তরে মরিচা ধরে যায়। আর আমরা জানি, যে অন্তরে মরিচিকা ধরে, সে অন্তর কখনো নসিহত গ্রহণ করে না।

এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَلَّا بَلْ لَصِفَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

অনুবাদ : কক্ষনো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।^২

আর এই ধরনের লোকদের অন্তর অনেকটা ইহুদিদের অন্তরের মত। আর তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা’আলা বলেন—

১. সূরা তাওবা, আয়াত- ৫৪

২. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত- ১৪

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ط

অনুবাদ : এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তা পাথর
কিংবা তার চেয়েও কঠিন।^১

আর এই ধরনের অন্তরের প্রভাব এতটাই কঠিন হয় যে, কোনো ব্যক্তির মৃত
সংবাদ শুনে, অথবা কোনো মৃত ব্যক্তিকে দেখেও তার অন্তর প্রভাবিত হয়
না। এ ধরনের ব্যক্তি কবরস্থানে যাবে, কবরস্থান দেখবে, জানাজার নামাজও
পড়বে—এতদুসত্ত্বেও তার অন্তরে কোনো পরিবর্তন দেখা দিবে না। যদিও,
শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেবল মৃত্যুই যথেষ্ট।

এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় আলামত। অন্তরে যখন কঠিনভাবে এর প্রভাব বিস্তার
করবে, তখন অন্তর এতটাই কঠিন হবে যে, ভালো কিছু শুনতে ও মানতে
পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এই ব্যর্থতা তাকে এতটা অলস বানাবে যে,
মানসিকভাবে সে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে, তার দ্বারা ভালো কিছু তো হবেই
না; উল্টো সমাজের চোখে বোঝা হিসেবে পরিচয় লাভ করবে।

৩. তৃতীয় আলামত:

ব্যক্তি পাপের মধ্যে আনন্দ এবং আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করে। কিছু
পাপের জন্য জেদ করতে শুরু করে।

প্রথমদিকে সে অনর্থক ও বেহুদা কাজে নিজের আনন্দ ও উৎফুল্লতা খোঁজে।
ভালোলাগা ও মনের প্রশান্তি খোঁজে। একটি বারের জন্য বুঝতে পারে না,
এটা কতটা বিপজ্জনক। সে বুঝতে পারে না এই অনর্থক ও বেহুদা কাজটাই
তাকে পাপের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর পাপ কাজেই সে নিজের আনন্দ
খুঁজে পাবে। আনন্দ খুঁজতে খুঁজতে এটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। যেই
আকর্ষণ একসময় জেদে পরিণত হবে। তখন চাইলেও খুব সহজে এর
মারপ্যাঁচ থেকে বের হতে পারবে না।

সে মনের সাথে খেলা করে। নিজের মধ্যে জেদ জেদ খেলা পুষে রাখে। সে
জেদ ধরে পাপ কাজ শুরু করে। পাপ কাজটা যখন অর্ধাংশে পৌঁছায়, তখনও

১. সূরা বাকরাহ, আয়াত- ৭৪

সে বুঝতে পারে না—এই জেদটা কতটা বিপজ্জনক! সে এটাও বুঝতে পারে না, সে যা করছে, তার পরিণতি কী? সে পাপের আনন্দে আত্মহারা হয়ে এতটাই উদাসীন হয়ে যায় যে, সে তার পরিণতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই রাখে না। ফলে, তার এই উদাসীনতার কারণে সকল পাপের বেলায় এই বলে প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখে—এটা তো সগিরা গোনাহ।

৪. চতুর্থ আলামত:

মানুষ তার দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং সে বুঝতে পারে না, তার উপর কতটা দায়িত্ব রয়েছে। আর এটাও উপলব্ধি করতে পারে না, দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কত বড়ো নিয়ামত। সেই দায়িত্ব যেকোনো দিক থেকেই হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا.

অনুবাদ : আমি আসমান, যমীন ও পর্বতের প্রতি (ইসলামের বোঝা বহন করার) আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল, তারা তাতে আশংকিত হলো, কিন্তু মানুষ সে দায়িত্ব নিল। সে বড়ই অন্যায্যকারী, বড়ই অজ্ঞ।^১

এখানে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে—খন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্ব, ইত্যাদির আমানত। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন—দ্বীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা দ্রুটি করলে

১. সূরা আহযাব, আয়াত- ৭২

জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুতি। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা—যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল।

মোটকথা, এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ—সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন—আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না। কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে।^১

মানুষ গাফিলতি আর অলসতার কারণে সে চিন্তাও করে না—কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তাকে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, সে এটাও ভুলে যায়, কী তার দায়িত্ব, কী তার কর্তব্য! ভুলে যায়, কেন তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। আর যদি কখনো এটা ফিকির করেও, তবুও সেটার উপর আমল করে না। চিন্তার পরপরই সাথে সাথে তার চিন্তার পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ, এটার উপর আমল করতে রাজি নয়।

মোটকথা, দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে না পারা, তা বুঝতে না পারা—এগুলো অলসতার আলামত।

পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের উপর কিছু না কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারও উপর কম, কারও উপর বেশি। দিনশেষে, দায়িত্ব ও কর্তব্য সবার উপরই আছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি কেউ উপলব্ধি করতে না পারে, তাহলে সে তার জীবন চলার পথে নানান সময় বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সে তার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে। কর্মজীবনে ব্যর্থ হবে, সমাজের চোখে ঘৃণিত হবে।

১. ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, বাগভী